Shashwata Bharat

Organised by :
BDNKS
along with
Khakurda Vivekananda Yuva Mahamandal &
Bhagabati Devi PTTI
Khakurda | Paschim Medinipur

স্বাগত ভাষণ

সবার প্রণম্য একজন বাঙালি মহাপুরুষ স্বামীজী। স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে বেলুড় মঠের শাখা সংস্থা রামকৃষ্ণ মিশন যোগোদ্যান, কাকুড়গাছি এর উদ্যোগে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ট্যাবলো 'শাশ্বত ভারত' এ উপস্থিত হয়েছেন স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ তাঁকে সংস্থার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের সংস্থায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই। স্বামীজীর শিক্ষা চিন্তা। স্বামীজীর জীবন দর্শন, নারী শিক্ষা ও অধিকার এবং মূল্যবোধ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যাঁরা আজ আলোচক রূপে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। স্বামী শিবপ্রেমানন্দজী মহারাজের আলোচনার পুর্বে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা নিবেদন করব।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তায় প্রাচ্যের বেদান্ত যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেতনাও গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজীর সমন্বয়মূলক ভাবনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন ঘটিয়েছে। স্বামীজীর মতে জ্ঞানের অবস্থান, মনঃসংযোগ, ব্রহ্মচর্য, আত্মশিক্ষা, ধর্মিয় শিক্ষা, লোক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, শারীরিক বিকাশ যা সার্বিক শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক, এই সকল বিষয়ে স্বামীজীর যুগোপযোগী মতামত রয়েছে। বিবেকানন্দের মতে জ্ঞানের অবস্থান মানুষের মধ্যেই, বাইরের পৃথিবীতে নয়। অর্থাৎ জ্ঞানের অনু অন্বেষণ হবে আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে। আর মনঃসংযোগ হল জ্ঞান আহরনের প্রকৃষ্ট উপায়। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষকদের দেওয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করেননি তবে আত্মশিক্ষাকেই প্রকৃষ্ট বলে মত দিয়েছেন। স্বামীজী ভারতবর্ষে লোকশিক্ষা বা জনশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে স্বামীজী নারিজাতির শিক্ষাকে প্রধান্য দিয়েছেন। স্বামীজী বলেন সব মানুষের মধ্যেই নিহিত আছে নানান সম্ভাবনা, শিক্ষা এই সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণতা প্রদান করে এবং এদের প্রকাশিত করে। স্বামীজীর মতে শিক্ষা প্রসঙ্গে শরীর গঠনের প্রয়োজনিয়তা গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে চরিত্র গঠন, সেবার মনোভাব গড়ে তোলা, আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন, এবং শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাস প্রদান করে। স্বামীজীর বিজ্ঞান সম্মত বাস্তব শিক্ষাতত্ত্বগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। যাইহোক সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করলাম। বিষদে আলোচনা করবেন স্বামী শিবপ্রেমানন্দজী মহারাজ এবং অন্যান্য সম্মানীয় আলোচকবৃন্দ। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

ডঃ সিদ্ধার্থ শঙ্কর মিশ্র
অধ্যক্ষ
ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষণ সংস্থা

Preparation of the procession

Primary school students are on procession

Vocational students participate in the procession

Primary school students are in front of the Shashwat Bharat Rath

PTTI students receive the Shashwat Bharat Rath

To receive the Shashwat Bharat Rath & Its members

ভারতীয় নারীর আর্দশ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃতা বারিক

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। তাই শুধুমাত্র পুরুষদের উন্নতিবিধান করলেই হবে না সেই সঙ্গে নারীদেরও উন্নতিবিধান প্রয়োজন। একটি পাখি যেমন তার দুটো ডানা সমানভাবে আন্দোলিত করে তবেই উড়তে পারে তেমনই নারী ও পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক উন্নতিতেই একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব।

ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁর "স্বদেশমন্ত্র" -এ বলছেন - "ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আর্দশ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।" আবার বলছেন - "ভারতীয় নারীর আদর্শ মাতৃত্ব সেই সর্বংসহা, নিত্যক্ষমাশীলা জননী।" ভারতীয় নারীর চরিত্র লজ্জা, বিনয়, পবিত্রতা এসবের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক নারীর কথা জানি যাঁরা শিক্ষাদীক্ষায়, আদর্শে অনেক উন্নত ছিলেন। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় নারী আদর্শহীনতায় ভুগছে। পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্বতাকে অনুকরণ করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব সম্পদ - ক্ষমা, ত্যাগ, পবিত্রতা, মাতৃত্বকে বিসর্জন দিচ্ছে নির্দ্ধিধায়। ফলে সুমাতা এবং সুসন্তানের অভাব পরিলক্ষ্যিত হচ্ছে সমাজে। নরেন্দ্রনাথের স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবীর অসীম অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। আবার পরবর্তী সময়ে স্বামীজীর বিদেশযাত্রা থেকে বিশ্ববিজয় করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের এই দীর্ঘ সময় কালে বহুপাশ্চাত্য মহিয়সী নারীও (মিসেস হেল, মিস্ ম্যাক্‌লাউড, মিসেস বুল) স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন ভগিনী নিবেদিতা যিনি একাধারে ভারতের জননী, ভগিনী ও বন্ধু হয়েউঠেছিলেন।

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন - "আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করুক ইহা আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়া যদি তাহা করিতে হয়, তবে নয়।" আবার বলছেন - "মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও, তাদের Problem তারা নিজেরাই solve করবে।" বর্তমানের অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর একটি কথা বিশেষ প্রাসঙ্গিক। তিনি বলছেন - "আমাদের দেশের মেয়েরা কেবল প্যান্‌প্যানে ভাবের শিক্ষা করে আস্‌ছে, কোনো কিছু হলেই কেবল কাঁদতে মজবুত, বা আত্মরক্ষার ভাবটাও শেখা দরকার।"

মেয়েদের কর্মক্ষমতার ওপরেও স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বলছেন - "পাঁচশত পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশ নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্ভব।"

ভারতীয় নারীকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে একজন আদর্শের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখছেন - "আধুনিক ভারতীয় নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেন শ্রী শ্রী মা সারদাদেবী।" স্বামীজীর ও স্বপ্ন ছিল মা কে কেন্দ্র করেই মেয়েরা সংগঠিত হবে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্যোগী হবে।

শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনগঠন ও সমাজ গঠনের কাজ করে চলেছে বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডল এবং সেই সঙ্গে সারদা নারী সংগঠন। আসুন আমরা সকলে সমাজের স্বার্থে, জীবন গঠনে উদ্যোগী হই। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করি।

Shashwata Bharat Rath along with G.B members, Principal and faculty

Maharaj with Pricipal and G.B members.

"স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনা"

– শ্রী যুগল প্রধান
- সদস্য, খাকুড়দা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল
– সহ শিক্ষক, খড়্গাপুর অতুলমণি পলিটেকনিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রী শ্রী মা ও স্বামীজীর চরণে প্রনাম জানাই। প্রনাম জানাই আমাদের মঞ্চে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী শিবপ্রেমানন্দজী মহারাজকে। শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আজকে উপস্থিত সকল গুরুজনকে। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই ভগবতী দেবী নারী কল্যান সমিতির প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত মাননীয় অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং যাঁরা উপস্থিত আছেন তাদের। আজকে উপস্থিত সকলকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই।

যে বিষয়ের উপর আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছে তা সুগভীর ও অত্যন্ত আকর্ষনীয়। কিন্তু অতটা সময় আমরা পাব না। কারন উনারা (বিবেক রথের সঙ্গে আগত সবাই) আবার চলে যাবেন - এখান থেকে জাহালদা - মোহনপুর হয়ে গোমুন্ডা। প্রথমে একটা কথা বলে রাখি - এতক্ষণ ধরে বলা হচ্ছে - আমার জন্যই অনুষ্ঠানটির আয়োজন সম্ভব হয়েছে, কিন্তু (আমার) ভূমিকা যদি এক শতাংশও থাকে তাহলেও মনে করব তা অত্যন্ত বেশী। কারণ স্বামীজীর কাজ স্বতঃস্ফুর্তভাবে চলবে। ঠাকুরের কাছে কেশবচন্দ্র সেন যেতেন। কোলকাতায় কেশবচন্দ্র সেন এখন জগৎ বিখ্যাত। তাঁকে প্রাচ্যের যিশু বলা হত। ইংল্যান্ডের রানীর সঙ্গে একাসনে বসে চা পান করে এসেছেন। তা সেই কেশবচন্দ্র, মূর্খ ব্রাহ্মন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এসেছেন। তাঁর অদ্ভুত কথা শুনে তিনি মোহিত হয়ে যেতেন। তিনি তাঁকে বলেছেন - আপনার কথা প্রচার করা দরকার। তখন ঠাকুর তিনবার ডেকে বলছেন - "কেশব! কেশব! কেশব! তুমি কি প্রচার করবে ? এখানে যা আছে - হিমালয় পর্বত চাপা দিলেও চাপা থাকবে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব - শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক একটা জীবন যাপন করে গেছেন - যার জন্য কারও কোনও সাহায্যের দরকার নেই। খুব স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাঁদের শিক্ষা সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে। আমরা যেন এই স্রোতে একটু খানি গা ভাসাতে পারি - এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই হাওয়া যখন বয়ে যাচ্ছে - তা আমাদের গা ছুঁয়ে গেছে। এই আমাদের ভূমিকা এর বেশি কিছু নয়।

তো যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা তাতে ফেরা যাক। আজ দারুন একটা পরিবেশ - সুন্দর একটা সযোগ সবই মহারাজের কল্যানে ও অদম্য উৎসাহে সম্ভব হয়েছে। সামনেই তিনি আছেন কি আর বলব। এর আগেও তিনি প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে বিবেক রথ নিয়ে ঘুরছেন। ঠাকুর - মা - স্বামীজীর ভাবের ছোঁয়া পর্যন্ত যখানে পৌঁছায়নি, সেখানেও তাদেরকে এই ভাবে স্নাত করার চেষ্টা করেছেন। এই "শাশ্বত ভারত" নিয়ে এর আহ্বান নিয়ে তিনি চলেছেন সবার দ্বারে দ্বারে। এই উপলক্ষ্যে আমার সামনে যাঁরা আছেন - শিক্ষা নিয়ে যাদের ধ্যান জ্ঞান - যাঁরা শিক্ষাদানকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে বাঁচবে বলে শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে এসেছেন - তাঁদের কাছে স্বামীজীর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে বলা একটা দারুন ব্যাপার। কিন্তু অতটা সময় আমাদের নেই। এখানে শুধু basic কতগুলো points touch করে যাব। মূল কতকগু লো কথা আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

স্বামীজী বলেছেন - "শিক্ষা সর্বরোগহর" "Education is the panacea." মানে - যত রোগ হতে পারে সব রোগের যদি একটাই ওষুধ হয় - তাহলে সেটা হচ্ছে Education. মানে যতরকম

রোগ হতে পারে - সব রোগের যদি একটাই ওষুধ হয় তা হল - শিক্ষা। একটু আমরা নিজেদের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেব। দেখব - আলস্য, দুর্বলতা, জড়তা, আত্মবিশ্বাস হীনতা, লোভ, ঘৃনা, স্বার্থপরতা - আমাকে ছোট করে রেখেছে। আমি যা হতে পারতাম তা হতে দেয়নি। প্রত্যেকে যদি আমরা নিজেদের দিকে তাকাই - নিজের পরিবারের দিকে তাকাই - দেখব - অবিশ্বাস - দ্বন্দ্ব - সংঘাত - লেগে রয়েছে। সমাজের দিকে যদি তাকান কি চলছে ? সারা বিশ্ব জুড়ে কি চলছে ? সব জায়গায় নিরাপত্তার প্রচন্ড অভাব। যাঁরা একটু খবর কাগজ পড়ছেন টিভি দেখছেন -তাঁরা সকলে দেখছেন। কিন্তু স্বামীজী বলছেন "শিক্ষা সর্বরোগহর।" শিক্ষার বিস্তার কিন্তু কম হচ্ছে না। দেশ স্বাধীন হয়েছে। শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় বেড়েছে। সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প শুরু হয়েছিল ৬০,০০০ কোটি টাকা দিয়ে। এখন কত খরচ গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা জানি না। প্রত্যন্ত গ্রামে প্রত্যেকটি শিশুর কাছে যাতে শিক্ষা পৌঁছায় তার চেষ্টা সরকারও আপ্রাণ করে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। একজন জিজ্ঞেস করছিলেন - দাদা -কয়টা University আমি বললাম ভাই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কয়েক বছর আগে হাতে গুনে বলে দেওয়া যেত - West Bengal এ University কয়টা ? আছে। IIT আছে, IIM আছে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে দেশ ভর্তি। সরকার চেষ্টা করছেন - বেসরকারী উদ্যোগেও চেষ্টা চলছে। কিন্তু সমস্যা একই থেকে যাচ্ছে। উত্তরটা এখান থেকেই খুঁজবো। আমরা তো শিক্ষিত হয়েছি - আমরা তো পড়াশুনা করেছি। উচ্চশিক্ষিত বলে নিজেদের দাবী করি। শিক্ষিত বলে অধিকার প্রকাশ করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের সমস্যা মিটেছে কি ? মেটেনি। কারন স্বামীজীর যে পরিকল্পনা - "শিক্ষা সর্বরোগহর" - শিক্ষা দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হতে পারে - আমরা সেটা খোঁজার চেষ্টা করিনি। আসলে সেই টা এখনও আমাদের কাছে নেই। স্বামীজী বলেছেন - শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। বিদেশে গিয়ে সেখানে সাধারণ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখে, আর আমাদের দেশের মানুষের কথা ভেবে অশ্রু বিসর্জন করতাম। খুব আবাক লাগছে। এরকম শক্ত মনের মানুষ কাঁদছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল - আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বলেছিলেন - আমি যখন একলা হয়ে যাই - ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন অসহায় মানুষের ছবিটা আমার চোখে ভেসে ওঠে। তখন আমি স্থির থাকতে পারি না। তখন বলছেন - কেন এই পার্থক্য হইল। উত্তর পাইলাম শিক্ষা। শিক্ষা বলে পাশ্চাত্যে আত্ম প্রত্যয় জেগে উঠেছে তাদের মধ্যে। আর শিক্ষার অভাবে আমরা ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছি। কি এই "শিক্ষা" ? সে শিক্ষা আমাদের বই পড়া শিক্ষা নয়। স্বামীজী বলছেন - মাথায় কতকগুলো তথ্য ঢুকানো হল - আর তা বদহজম হল - আথায় অসংবদ্ধ ভাবে ঘুরতে লাগল - তাকে শিক্ষা বলে না। যদি তুমি গ্রন্থাগারের সব বই মুখস্থ করে ফেল - আর তার চেয়ে যদি কেউ পাঁচটি ভাবকে জীবনে প্রয়োগ করে তা হলে তাকে অধিক শিক্ষিত হয়েছে বলে বলতে হবে। কি advanced চিন্তা ভাবনা। স্বামীজী বলছেন - শিক্ষা মানে কতগুলো তথ্য মাথায় ঢুকানো নয়। নিজেই বলছেন শিক্ষা কাকে বলে। "যাতে ইচ্ছা শক্তচির বেগও স্ফুর্তি নিজে আয়ত্বাধীন ও সফলকাম হয় তাকেই বলে শিক্ষা।" কি সুন্দর কথা। আমি হয়ত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি - হয়তো সুন্দর একটা গোলাপ ফুলের গাছ আছে। আমি দেখলাম খুব ভাল লাগল। আর একটা গরু ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তাকে ক্ষিদে পেয়েছে। সে খপ করে তাতে মুখ দিল - গোলাপ সমেত পুরো গাছটা খেয়ে চলে গেল। আর একটি লোক এল। সে দেখল সুন্দর একটা ফুল - ফুলটা তুলে খোঁপাতে কি পকেটে গুঁজে নিল। এই তিন জন তিন রকম react করল। প্রথম জন ফুলটা কে দেখল। তারও ভাল লাগল তারও ইচ্ছে হল ফুলটাকে তুলে নিই।

কিন্তু সে তার ইচ্ছা শক্তিকে control করল। সে ভাবল ফুলটাকে তুলে তার সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করব না। গরুর কোন ইচ্ছা শক্তি নেই - তাই সে খিদে পেয়েছিল খেয়ে নিল। আমি মানুষ হয়েও যদি same act করি তাহলে কিন্তু বলা যায় আমি শিক্ষিত নই। আমার ইচ্ছাশক্তির বেগটা আমি control করতে পারলাম না। আমরা সবাই বুদ্ধিমান। আমরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে উদাহরণ গুলো দিয়ে বুঝে নিতে পারি ব্যাপারটা।

আমরা প্রতি মুহূর্তে এটাই করি। আমরা আমাদের অশুভ ইচ্ছাকে পাশব ইচ্ছে গুলোকে দমন করতে পারি না বলেই ভুল গুলো করে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা পশু আছে আর একটা দেবতা আছে। পশুর মত কাজ করতে ইচ্ছে হয় - দেবতার মত কাজ করতেও ইচ্ছে হয়। পশুর মত কাজ করার ইচ্ছেটাকে যখন আমি control করতে পারি না তখনই আমি ভুলটা করে থাকি। তাহলে ঠিকটা কি ? ভাল কাজ করার ইচ্ছের বেগ ও স্ফুর্তি যখন আমার আয়ত্বাধীন হয় ও সফলকাম হয় তখনই আমরা ঠিকটা করি। অনেক সময় আমার ভাল কাজ করার ইচ্ছে হলেও মনে হয় কে এত ঝামেলা নেয়। তাই এই ইচ্ছের বেগ ও স্ফুর্তি নিজের আয়ত্বাধীনে আনতে হবে। মানে করতে হবে তো জান লড়িয়ে করতে হবে। আমরা দেখেছি দু-তিন দিনের মধ্যে এই যে Programme টা উদ্যোক্তারা arrange করেছেন তাঁরাও দেখিয়েছেন কাজটা করতে হবে তো সুন্দর করে করতে হবে। ইচ্ছা শক্তির এরকমই বল দরকার সর্বক্ষেত্রে। কোন কিছুই যেন বাধা হবে না। ইচ্ছা শক্তি বা will power -এর এটাই হল application. আর একটা কথা সকলে জানেন "Education is the manifestation of perfection already in man" আমাদের মধ্যে যে পূর্ণতা আছে তার প্রকাশ ঘটানোই হল শিক্ষা। "পূর্ণতা" মানে কি ? "পূর্ণতা" কথাটি একটা abstract ব্যাপার। পূর্ণতা মানে আমি সব করতে পারি। আমার শারীরীক সক্ষমতা আছে। আমি বুদ্ধি খাটাতে পারি আমার বুদ্ধির কোন limitation নেই। আমরা প্রায়ই বলি এই জিনিসটা আমি একদমই পারব না। ইংরেজী ? আমি একদমই বুঝতে পারি না। কি সব কঠিন জিনস। - না। তোমার কোন limitation নেই। স্বামীজী বলছেন - ঐ যে 3H -Head, Hand এবং Heart এদের কোন limitation নেই। Hand অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, Head অর্থাৎ বুদ্ধির শক্তির কথা আগেই বলেছি। বাকী রইল ভালবাসবার ক্ষমতা (Heart)। নিজের বাবা-মা-ভাই-বোন এই গন্ডীটা ছাড়াও সবাইকে ভালবাসবার ক্ষমতা। 3H অর্থাৎ Hand, Head এবং Heart -এর যদি যথার্থ বিকাশ হয় তবেই তো তুমি মহাপুরুষ। শিক্ষার basic concept টা স্বামীজী দেখিয়েছেন।

তারপর বলছেন শিখন উপাদানগু লো কি কি ? শিক্ষার্থী, শিক্ষক আর syllabus বা শিক্ষনীয় বিষয়। এখন যা আমাদের B.Ed -এ পড়তে হচ্ছে। এই relation টা আমরা একটু বুঝে নেব। স্বামীজী বলছেন শিক্ষক শেখাচ্ছি মনে করেই সব মাটি করে। আগে আমরা ভাবতাম ছাত্র হচ্ছে শূন্য কলসী আর শিক্ষক হচ্ছে ভরা কলসী। শিক্ষক ছাত্রদের উপর শিক্ষা ঢেলে দেবে। স্বামীজী এই concept অনেক আগেই ভেঙে দিয়েছেন। বলছেন শিশু শেখে নিজের ইচ্ছেতে। একটা গাছকে তুমি টেনে বড় করতে পার না। আজকে তুমি লাগিয়ে দিয়েছো আর কালকে আমি বলব যে একটা দড়ি বেঁধে টানবো আর গাছ বড় হয়ে যাবে তা হবে না। গাছ নিজের নিয়মে বাড়বে। ওর বাড়ার পথে বাধা গু লোকে তুমি সরিয়ে দাও। শিক্ষকের কাজ বাগানের মালীর মত। তার বেশী কিছু নয়। এই খানে আরও একটা সুন্দর আছে। আমরা স্কুল গুলোকে বলি না - "বিদ্যামন্দির"। মন্দির যদি হয় school building টা তবে মন্দিরের দেবতা কে ? দেবতা কিন্তু ছাত্র ছাত্রীরা। তারা মন্দিরের ঘরের ভেতর থাকে। আর শিক্ষকের

ভূমিকা কি ? - পূজকের। মন্দিরের ভেতর যেমন দেবতা থাকেন - আর পূজক গিয়ে ঘন্টা নাড়িয়ে বলে তুমি জাগ তুমি জাগ, তুমি জাগ। তা শিক্ষকের ভূমিকা সেরকম এক এক জন পূজকের - একথা ভুললে চলবে না। ঐ দুর্গা ঠাকুরকে এনে বসিয়ে দিলেই সবাই কিন্তু তাঁকে প্রণাম করে না। পূজক এসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেই সবাই তাঁকে প্রণাম করে। তাই পূজককে সেরকম প্রস্তুতি নিতে হবে। এই প্রস্তুতি নিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেই তবেই সকলে এসে মাথা ঠুকবে। তাই শিক্ষার্থী আসলে দেবতা। আর বিদ্যালয় যদি বিদ্যামন্দির হয় তা হলে শিক্ষক কিন্তু আসলে পূজক। এই relation টা জানলে আজকের দিনে খুব কাজে লাগবে।

এবার জানব শিক্ষানীয় বিষয় নিয়ে। কি শিখব স্বামীজী বলছেন Higher education টা তুলে দিলে দেশটা বাঁচবে। "বাবা। কি পাশের ধূম"। আর একটা কিছু কাজ করতে বললে পারি না। সবাই ছুটছে কলেজ পড়তে হবে - ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে - অনেক উপরে উঠতে হবে। যদি বলা হয় - একটা কিছু কাজ করতে হবে উত্তর হবে - না না পারব না। যদি বলা হয় একটা চাকরীর জন্য দরখাস্ত লেখ তো। - না না পারব না। স্বামীজী বলছেন এসবের থেকে বরং Technical Education দিলে ভাল। এটা বিদেশের মানুষ অনেক ভাল বুঝেছে। তারা একটা জায়গার পরে ছেঁঠে ফেলে দিচ্ছে। বলছে তোমাকে আর কলেজে যেতে হবে না। তুমি যাও হাতে কলমে কাজ কর। কলেজে গিয়ে দল বাড়িয়ে মার-মারি করার দরকার নেই। University তে গিয়ে মাথা ঠোকার কোন দরকার নেই। হাত দুটো রয়েছে তো। কিছু করে খেতে পারবে। স্বামীজী বলছেন - জীবন সংগ্রামে যা আমাদের সাহায্য করে না তা শিক্ষা নয়।

এর পরে আসি শিক্ষকে কিভাবে গ্রহন করা হবে বলছেন একাগ্রতাই শিক্ষার প্রাণ। বলছেন - আমাকে যদি আবার শিক্ষা গ্রহন করতে হতো তাহলে কি বিষয়টি শিখছি তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। স্বামীজীর অসাধারণ একাগ্রতা ছিল। "Encyclopedia Britanica"-র পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছেন আর মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। সেই স্বামীজী বলছেন আমাকে আবার শিখতে হলে কি করতাম ? মন নামক যন্ত্রটাকে নিখুঁত করে গড়ে নিতাম আর তা দিয়ে যত খুশী তথ্য সংগ্রহ করতাম। আমাদের এই একাগ্রতার প্রচন্ড অভাব। "ফুটা পাত্রে জল ঢালি বৃথা চেষ্টা তেষ্টা মেটাবার"। মন ফুটো আর শুধু infomation gather করছি। পরীক্ষার সময় সব blank। মনের ফুটোটা যা দিয়ে বন্ধ করতে হবে তা হল concentration। তখন যা কিছুই চান তা থাকবে। না হলে থাকবে না। Paraends শিক্ষার ভিত্তি হল - যেগুলো না করলে শিক্ষা complete হবে না - তা হল আত্মবিশ্বাস। "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। প্রথমে নিজের উপরে বিশ্বাস তার পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস। ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়"। তুমি শিক্ষিত হয়েছো তখনই বলা যাবে যখন তুমি নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে বলবে হ্যাঁ। আমি একজন শিক্ষিত মানুষ। আমি এটা পারি। আমার জীবন বৃথা চলে যাবে না। confident হবে। তা না হলে তোমার কিসের শিক্ষা। যে রিক্সা চালায় সে বলে আমি রিক্সা চালাই। দিনে আমার ৫০ টাকা আয় হয়। যে গাড়ীর ড্রাইভার যে বলে আমি গাড়ীটা নিয়ে বোরোলে ৫০০ টাকা রোজগার হয়। আর তুমি কলেজ থেকে ৫টা ডিগ্রী নিয়ে এসেছো। আর হা-অন্ন করে ঘুরে বেড়াচ্ছো কোথায় ৫০০ টাকার একটা tuition পাওয়া যায় ? এটা যদি হয় তাহলে তুমি কিন্তু যথার্থ শিক্ষিত হতে পার নি। শিক্ষা আত্ম বিশ্বাস দান করবে। আত্মবিশ্বাস থেকে আত্মপ্রত্যয় আসবে। আমি হেলা ফেলার জিনিস নই। আমি সামান্য নই। পেঁয়াজ এর দাম বেড়েছে বলে বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। কারণ পেঁয়াজ মানুষের কাছে important -তার

চাহিদা আছে। আর আমি একটা মানুষ আমার চাহিদা থাকবে না ? আমাকে লোক খুঁজবে না ? যদি আমার চাহিদা না থাকে তবে আমি কিসের শিক্ষিত ? এটা হচ্ছে শ্রদ্ধা বোধ। আমি সামান্য নই। আমার একটা গুরুত্ব বা তাৎপর্য আছে। এই গোটা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পরিকল্পনায় আমারও একটা ভূমিকা আছে। এই ভারতবর্ষের কল্যানে আমারও একটা ভূমিকা আছে। এই আত্ম শ্রদ্ধা বোধ থাকবে। তোমার মধ্যে নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা বোধ জাগাতে হবে।

নচিকেতা বলেছেন -I am superior to many, I am inferior to few, but nowhere I am the last. এই feelings টা হবে না যে I am the last. এই বোধ সব সময় থাকবে যে I am something. আবার স্বামীজী বলেছেন - I am everything.

সব শেষে আমি একটা basic question তুলে ধরে শেষ করব। সেটা হল career ও character এর মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। শিক্ষা কি দেবে আমাদের ? আমরা চাই career. আমরা ছুটি career -এর পেছনে। Ignore করি character কে। ফলটা কি রকম হয়। রামকৃষ্ণদেবের বলা কথা দিয়ে শেষ করব। একের পেছনে পর পর অনেক শূণ্য লাগাতে লাগাতে এক লক্ষ হতে পারে। আমি bank -এর cheque -এ একের পিঠে অতগুলো শূণ্য লাগিয়ে বললাম যান bank থেকে টাকা তুলে নেবেন। তারপর বাঁদিক থেকে 'এক'টা কেটে দিলাম। bank -এ গেলে কত টাকা পাব ? আমি যদি ডান দিক থেকে কিছু শূণ্য কেটে দিতাম, কিছু হলেও পেতাম তো ? কিন্তু এখন তাহলে দেখুন আমরা ছাত্র শিক্ষক সকলে মিলে কিরকম ভুলটা করে চলেছি। মাধ্যমিকে star, উচ্চমাধ্যমিকে star, তারপর degree, তারপর degree, guiter, সেতার বাজাতে পারে দারুন সব quality আছে। কিন্তু ভাল মানুষ নয়। খুব উঁচু পদে চাকরি করে কিন্তু পুলিশ arrest করবে বলে খুঁজছে। বলুন তো কোথায় গেল তার সেই quality ? ভালমানুষ না হয়ে শূণ্য বাড়ানোর চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত রেজাল্ট শূণ্যই হবে। তাহলে মানুষ হওয়া বা চরিত্র গঠনটাই হল আসল ভিত্তি। career আপনা থেকেই আসবে। We must not run after career. We must run after character. আমাকে career -এর পেছনে ছুটতে হবে না। আমরা যদি চরিত্র গঠনের উপরে জোর দিই আমরা quality -র উপর জোর দিই career আমার পিছনে ছুটবে। আমরা বিভিন্ন মহামন্ডলের ভাইদের দেখেছি। চারটে পাঁচটে চাকরি বলে দাদা কোনটা করব ? যারা sincerely স্বামীজীর idea গুলো নিয়েছেন তারা বলছে আমার সামনে অনেক গুলো option। স্বামীজীর শিক্ষা চিন্তার ফল ফলছে এসব।

আবার দেখছি স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে ও স্বামীজীর খুব সুন্দর চিন্তা ভাবনা ছিল। স্বামীজী চেয়েছিলেন সকলের জন্য শিক্ষা। শুধু যে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা এমনটা নয়। বলছেন - তোমরা গাঁয়ে গাঁয়ে যাও। ঘরে ঘরে যাও। যেখানে সারাদিন কজের শেষে মানুষ এসে সন্ধেবেলায় এসে বসেছেন তাদেরকে একটু পড়িয়ে দাও শিখিয়ে দাও। আজকের সর্বশিক্ষা মিশন স্বামীজীর চিন্তারই বাস্তব রূপায়ন। সবদিক চিন্তা করলে দেখা যাবে প্রকৃত শিক্ষা পেলে আমাদের ব্যাক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, জাতীয় জীবনে সমস্ত সমস্যা নিরসন করতে পারা যাবে। সব দিকেই স্বামীজীর স্পষ্ট চিন্তা ও নির্দেশ ছিল। এই চিন্তা জীবনে পালন করে আমরা আমাদের পারিবারিক ও জাতীয় জীবনকে সুন্দর করবো এই কামনা জানিয়ে আজকে শেষ করছি।

Entering in College Campus

Participants of the Seminar

Honour to Maharaj

Setting fire to the lamp by Maharaj

Wellcome speech by the Principal

Shashwata Bharat Rath

সার্ধশতবর্ষের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ - একটি অনুসরণীয় জীবন।

– স্বামী শিবপ্রেমানন্দ,
– রামকৃষ্ণ মিশন যোগ্যদান মঠ, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা

আজকে আপনাদের সামনে শাশ্বত ভারত নামে এই রথটি নিয়ে এসেছি। এখানে আহ্বান করার জন্যে, Programme arrange করার জন্যে যুব মহামণ্ডলের যারা আছেন, যে স্কুলে মানে ভগবতী দেবী স্কুলের যারা authority আছেন। মায়ের নামে একটি সংস্থা আছে সারদা নারী সংগঠন, তাছাড়া সবাই যারা বিবেকানন্দের ভাবানুরাগী আছেন, আজকের Programme টা যারা যারা arrange করেছেন তাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ। সব থেকে এখানে এসে যা ভালো লাগল এখানকার Discipline দেখে এবং এখানকার Neat and clean পরিবেশটা দেখে।আমরা West Bengal এর বিভিন্ন জায়গায় গেছি, শুধু তা নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেটের স্কুলগুলিতে আমরা গেছি ও কাজ করেছি, কিন্তু খুব কম জায়গাতেই আমরা এই রকম গুনগুলি দেখতে পেয়েছি। এটা খুবই দুঃখের কথা যে, বেশীরভাগ জায়গায় Discipline ও Neat and clean পরিবেশ থাকে না। আজকে এখানে কিন্তু খুব ভাল লাগল।

স্বামীজী বলতেন আমাদের জীবনে যদি Discipline না থাকে তাহলে কিন্তু great আমরা হতে পারব না। একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যজনের পার্থক্য এই Discipline এর উপর নির্ভর করে। যার জীবনটা Disciplined হয়েছে, যে জীবনে এইটা Maintain করেছে সেই জীবনে Great হয়েছে। একটা বড় Company তে গিয়েছিলাম যার Entrance wall এ লেখা আছে Discipline makes a nation great ,স্বামীজীর জীবনের কথা। আমাদের এই জীবনে যদি শৃঙ্খলা থাকে, তবেই কিন্তু আমাদের জীবন ধন্য হবে। আমরা যদি মহাপুরুষদের জীবন দেখি (এটাই দেখব)। বহুলোক Question করে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯ বছরের মধ্যে এত কিছু কি করে achieve করলেন, কি করে সম্ভব হল ? উত্তরটা হল ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন যে তিনি বেঁচে ছিলেন তার প্রত্যেকটি সেকেন্ড তিনি utilize করেছেন মহাপুরুষদের জীবনটা হল এইরকম , আমরা একদিনে যা করি এক সেকেন্ডে ওঁরা তা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আমাদের জীবন যদি পালন করা হয় তাহলে আমরা দেখব বা আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসে। আমরা ১২ টা District এ ঘুরেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজে গেছি আপনাদের মতো বিভিন্ন ছাত্ররা প্রশ্ন করে থাকে আপনারা তো বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দকে পড়তে আমরাও পড়ব। কিন্তু বিবেকানন্দকে পড়লে কি হয় ? চমকপ্রদ উত্তরটা হল আপনারা যখন প্রথম বিবেকানন্দকে পড়তে শুরু করলেন প্রথম উত্তরটা পাবেন যে আমাদের ভেতরে অনন্ত শক্তি আছে যা নিয়ে আমরা সবকিছু করতে পারব। এতদিন ধরে আমরা নিজেদের Weak বলে মনে করেছি। আমার দ্বারা কিছু হবে না মনে করেছি। বিবেকানন্দকে যখন প ড়তে শুরু করা হল আমরা সর্বপ্রথম ভাবতে পারব যে আমাদের মধ্যে এত শক্তি আছে যে এই শক্তির দ্বারা আমরা সবকিছু করতে পারব।

দ্বিতীয়ত আমরা যা জানতে পারব তা হল আমার জীবন শুধু আমার জন্যে নয় আমার জীবনটা অপরের জন্যে। শুধু নিজের জন্য যদি জীবন হয় তাহলে তার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। স্বামীজী একটি চিঠিতে মহীসুরের রাজা কে ১৮৯৫ সালে লিখেছেন । খুব সংক্ষেপে , খুব সুন্দর করে লিখেছেন "Life is short, vanities of the world are transient. They alone live, Who live for oters"

এই জীবনটা খুবই ক্ষণিক, এই তো এখন আমরা আছি , হয়তো একটু পরে আর থাকব না। যারা জীবনটা অন্যলোকের জন্য দান করেন উনিই শুধু জীবিত আছেন। বাকীরা মৃতের সমান। স্বামীজীর Idea টা হল নিজের জন্য শুধু করা নয়, সব লোকের জন্য কাজ করাটাই হল আসলে নিজের জন্য করা। তার পরের কথাটা স্বামীজী বলেছেন আমাদের জীবনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, এই উদ্দেশ্যটা

যদি জানতে পারি ও জীবনে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে আমরা সবকিছু achieve করতে পারব। যে সব মনীষীরা বিবেকানন্দকে পড়েছেন তাঁরা মহান হয়েছেন এবং খুব Inspired হয়েছেন। For example আমরা বলতে পারি Bengal এর রবীন্দ্রনাথের কথা, উনি তো সারা দুনিয়ার একজন, মহান ব্যক্তি, উনি বলেছেন দুটি লাইনে "If you want to know India , study Vivekananda. Everything in him is positive, there is nothing negative." উনি বলেছিলেন রোমা রোঁলা যিনি ফ্রান্সের এক বড় কবি ছিলেন, উনি ও Nobel পেয়েছিলেন, উনি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন যে আমি ভারতবর্ষকে জানতে চাই তো কি করব ? রবীন্দ্রনাথ বললেন না যে ভারতকে জানতে ভারতে আসুন সব দেখুন, ভারতে যা যা বই আছে সব পড়ুন, উনি বললেন যদি ভারতকে জানতে চান তো বিবেকানন্দকে পড়ুন। তাঁর মধ্যে সবকিছু সদর্থক, নঞ্চর্থক কোন কিছুই নেই।উনার মধ্যে সবার জন্য বানী আছে, দুর্বলদের জন্য উনি আছেন ও সবলদের জন্য ও আছেন। একটা বানী আমি বহুবার repeat করি, অনেকে বলেন আমরা খুব কষ্টে আছি আমার খুব Problem হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যদি তোমার Problem হচ্ছে তাহলে ঠিক পথে আছো। আর যদি তা না হয় তাহলে ভুল পথে আছো। তিনি আমাদের সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন। যে জীবনটা হল সংগ্রাম, এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এসেছি। Student -রা আমাদের জিজ্ঞাসা করেন আমাদের result-টা ভালো করতে গেলে আমরা কি করব ? খুব easy answer, আমাদের যখন পরীক্ষাটা সামনে আসে তখনই আমাদের Exam-এর সমন্ধে কথা মনে আসে। কিন্তু যখন একটা নতুন year শুরু হচ্ছে তখন থেকে যদি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের পরীক্ষাটি ওই দিনই আছে, তখন কিন্তু আমাদের result টাও ভালো হবে। আমরা সারা বছর সুন্দরভাবে পড়তে পারব। আজকে আমরা এখানে এসেছি আমরা যদি আজকে যে কথা বললাম তা মনে রাখি যে আজকেই আমরা পরীক্ষা তাহলে আমরা ভাল ভাবে পড়তে পারব ও ভাল result করতে পারব, কিন্তু এটা ভালভাবে করতে হলে শুধু ভালো করে পড়লে হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যদি আমাকে আরও একবার পড়তে বলা হয় তাহলে আমি কিন্তু পড়ব না, Interesting! আমার মনটা কিভাবে একাগ্র করা যায় সেইটি আমি প্রথমে চিন্তা করব। এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য আর এক ব্যক্তির তফাৎটা হল Degree of concentvaton -এর। যিনি মনটা সংযম করেছেন তিনি কিন্তু জীবনে সফল হতে পেরেছেন, যার মনটা সংযত হয়নি, উনি কিন্তু জীবনে কিছুই করতে পারেননি। একটি ক্লাসে অনেক Student থাকে একই বিষয় পড়া হচ্ছে কিন্তু একজন ৯৫-৯৯% মার্কস নিয়ে পাস করছে আর অন্যজন ০ পাচ্ছে। কারণ যে মন দিয়ে শুনেছে সে Achieve করতে পেরেছে।

আমাদের জীবনে যে শুধু একাগ্রতা আনলে হবে তা নয় আমাদের জীবনে শান্তি, তৃপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি ও দরকার আছে। আমাদের জীবনে সবথেকে বেশি যা পাওয়ার আছে তা হল - শান্তি, একটা লোক অনেক ধনী হতে পারে তার অনেক কিছু থাকতে পারে। কিন্তু তার জীবনে যদি শান্তি না থাকে, তৃপ্তি না থাকে তাহলে কিন্তু উনি ভিখারী। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন সূর্য যা কিছুর উপর পড়েছে সবকিছু তোমার হলেও তোমার জীবনে যদি শান্তি না থাকে তুমি ভিখারী। আমাদের ভিতরে যদি শান্তি " থাকে তৃপ্তি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা মহান হতে পারি। ১৯৯৮ এ একদিন একটা News Paper -এ পড়েছিলাম। বিল গেটস ভারতে এ সেছিলেন First Time . উনি হলেন One of the richest Person in the world . তিনি ছিলেন জগতের অন্যতম ধনী লোক। দিল্লী তে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় আপনি কি আগে India এসেছেন। উনি বলেন আমি ভারতে first time এসেছি। ২য় প্রশ্ন হল ভারত সম্পর্কে আপনি কি জানেন ? উনি বললেন আমি জানি, কি করে জানলেন "আমি বিবেকানন্দকে পড়ে জানতে পেরেছি," বিবেকানন্দের কি বই আপনি পড়েছেন উত্তরে তিনি বললেন বিবেকানন্দের কর্মযোগ আমি পড়েছি। এখন আমি প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য বই খানি পড়ছি। তো বিবেকানন্দকে পড়ে আপনি কি পেলেন ? উত্তরে উনি বললেন স্বামী বিবেকানন্দকে পড়ার আগে মনে

হত টাকাই সবকিছু, বিবেকানন্দকে পড়ার পরে বুঝতে পারছি টাকা সবথেকে শেষ জিনিস উনি একটা Foundation তৈরী করেছেন। World-helpless-দের জন্য। উনি তাঁর অর্থের খুব সামান্য উনার ছেলের জন্য বা নিজের জন্য রেখেছেন। বাকীটা সারা দুনিয়ার কল্যানের জন্য দিয়ে দিয়েছেন।

বিবেকানন্দকে যখন পড়ি তখন অন্য লোকের প্রতি টান, অনুভূতি হয়, অন্য লোকের মধ্যে নিজেকে দেখাটা শুরু হয়। তখনই আমাদের সত্যিকারের জীবনটা শুরু হয়। আমি আবার একটা উদাহরণ বলছি - এই উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। আন্না হাজারের নাম আপনারা শুনেছেন। উনি আগের জীবনে মিলিটারী গাড়ীর ড্রাইভার ছিলেন। মহারাষ্ট্রের একটি গ্রামে উনি জন্ম নিয়েছিলেন। উনার বাবা ও মা নেই। একমাত্র বোন জীবিত ছিলেন। জীবনে খুব দুঃখ পেয়েছেন। একদিন ড্রাইভারী করতে করতে তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন সবাই মারা গেছেন এইটা মনে পড়াতে মনটা খুব খারাপ হল। উনি ঠিক করলেন বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। আমি ও মারা যাব। তিনি ঠিক করলেন মরবার আগে বোনকে একবার দেখব, তার পর মরব। সেই জন্য ট্রেন ধরতে তিনি এলেন, মনটা খুব বিষন্ন ছিল। যারা মরতে যায় তাদের মনের অবস্থা কেমন হয় আপনারা বুঝুন। উনি Railway Station-এ এসেছেন ট্রেন ধরবেন বলে, ট্রেন আসতে দেরী আছে বলে একটা Book Stall-এ গেলেন। বই দেখছেন। বিবেকানন্দের একটা বই আছে । খুবই Interesting যে পাতাটা উনি খুলে পড়তে শুরু করেছিলেন তাতে লেখা আছে তুমি মরতে চাও ম র, তবে নিজের জন্য নয় অপরের জন্য, যে কথা বলছিলাম সেই কথাই এল They alone live who live for others, rest are more dead than alive. তুমি মরতে চাও মর, তোমার জন্য মরাটাকে মরা বলি না, অন্য লোকের জন্য মরাটাকে মরা বলি। খুব Inspired হলেন। তিনি ভাবলেন আমি নিজের জন্য মরতে চাইছি। কিন্তু তিনি বলেছেন অন্যলোকের জন্য মরাটাই মরা। তা আমার জীবনটাকে অন্যলোকের উপকারের জন্য দিয়ে দেব। তারপরে তিনি অপরের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। আদর্শ গ্রাম তৈরী করেছেন। তাই একজন Military wagon এর Driver যদি এত কিছু করতে পারে, তাহলে আপনারা যাঁরা Teacher হতে এসেছেন , আরো বড় হতে এসেছেন। তাহলে আপনাদের ভেতরে তো আরো বেশি Inspiration আসার সম্ভাবনা আছে।

এর আগে একজন ভাই, একজন বোন ও যুগলবাবুর কথা - অনেক ভাল ভাল কথা আমরা শুনলাম। কিন্তু অনেক ভাল ভাল কথা বহুজায়গায় শুনলে ও আমরা Practical কিন্তু করি না। Practical কিন্তু more important. আপনারা তাঞ্জাভোরের নাম শুনেছেন। ওখানে একটা খুব Famous temple আছে। ওখানে আমি গিয়েছিলাম। আপনারা দেখবেন যে আমাদের রথের সঙ্গে আর একটা গাড়ী আছে। বিবেক বাহিনী বলে। ওটা আমরা West Bengal -এর বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজীর বানী প্রচারের জন্য করেছি ও গাড়ী বানানোর আগে আমরা আমাদের বিভিন্ন আশ্রমে যে গাড়ী গুলি আছে তা দেখার জন্য মাদ্রাজে গেছিলাম। উনারা বললেন তাঞ্জাভোরে একটা গাড়ী আছে। গাড়ী দেখার জন্য আমি তাঞ্জাভোরে এলাম । তা ওখানে একটা সংস্থা আছে "সারদা অন্নছত্রম" , - সারদা দেবীর নামে একটা ছেলে ও একজন মা সংস্থাটি চালান। ছেলেটি বিয়ে করেননি। খুব কম বয়সের ৩০-৩৫ বছর বয়সের। মা রান্না করে দেন। তখন দেখছি চার - পাঁচটা তরকারীর সঙ্গে ভাত আছে। উনি গিয়ে যারা গরীব খেতে পায়না এরকম Student আছে তাদের কাছে গিয়ে Distribution করে আসেন। ওঁর বাড়ীতেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। খেলাম রান্নাটা খুব ভাল লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম এর fund টা কোথা থেকে আসে। উনি বললেন প্রত্যেকদিন প্রত্যেকের কাছ থেকে ১ টাকা করে নেওয়া হয়। ব্যাঙ্কে যদি টাকা রাখা হয় ওর প্রতি একটা Attraction বাড়ে। তাই প্রত্যেক দিন প্রত্যেকের কাছ থেকে এক টাকা করে নেওয়া হয় ওতে খরচের পুরোটাই আসে। স্বামীজী চাইছেন কি যেন আমাদের heart বড় হয় । শুধু চেহারায় বড় হওয়া নয়। আর একটা উদাহরণ হল - আমরা যখন হাওড়া জেলার অনাথ আশ্রমে যাই। ওই আশ্রম যিনি চালাচ্ছেন উনাকে প্রশ্ন করলাম এই

আশ্রম চালানোর জন্য টাকা কোথা থেকে আসে ? উনি বললেন আমি Railway চাকরী করি। আর আমার মিসেস স্কুলের শিক্ষিকা, দুজনে মিলে ৫০% টাকা আমরা এই আশ্রমের পিছনে use করি। ওতেই হয়ে যায়, আমার খুব ভাল লাগল।জিজ্ঞেস করলাম এই আশ্রম শুরু করার পিছনে Inspiration কোথা থেকে পেলেন। উনি বললেন আমি যখন ক্লাস VI -এ পড়ি আমার বাবা একটা স্বামী বিবেকানন্দের বই দিয়েছিলেন। ওতে ছিল সমাজ যাদের কে বঞ্চিত করেছে ওদের সঙ্গে তুমি থাকার চেষ্টা কর। আজকে আমরা এই কথার মানে realize করেছি। ওদের সঙ্গে থেকে আমি কিন্তু আনন্দে থাকি। তা আপনারা যারা এখানে এসেছেন বিশেষ করে যারা teacher হতে চান দেশের ভবিষ্যত কিন্তু আপনার হাতে। একজন যদি ভাল teacher হন তাহলে তার বহুসংখ্যক student -এর জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমরা যদি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবান্দোলনকে দেখি তাহলে দেখবো বহুসংখ্যক teacher-এর অবদান কিন্তু রয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের কাছে যারা এসেছিলেন তাদের অনেকেই কিন্তু এক একজন teacher-এর কাছ থেকে inspired হয়ে এসেছিলেন। তিনি মাস্টারমশাই বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি কথামৃত লিখেছিলেন। যারা এখানে teacher হতে এসেছেন তাঁদের যেন একজন একটা স্কুলের teacher হয়ে কাটাবো এরকম উদ্দেশ্য না থাকে। লোকের জন্য আমার জীবনটা কাটাবো এরকম যেন উদ্দেশ্য থাকে। একটা স্কুলে একটা ঘটনা হয়েছিল। আমরা স্কুলে Programme করতে গিয়েছিলাম, অনুষ্ঠানের সময় হেড মাস্টার মশাই এলেন। স্বামীজীকে মালা দিলেন এবং উনি চলে গেলেন। সবাই আছেন, Teacher আছেন, Student আছেন। কিন্তু উনি থাকলেন না। আমার মনটা খুব খারাপ হল। যিনি নিমন্ত্রন করলেন আমাদেরকে, উনি কিন্তু নেই। আমি তাঁর রুমে গেলাম উনার অফিসে উনি ডাকলেন, চা খাওয়ালেন সবকিছু কথা হল।সকাল বেলা যখন এলাম উনি বলেছিলেন আমি স্কুলে এত উন্নতি করেছি, আমার ছেলে মেয়ে চাকরী করছে, ইতাদি নিজের সব কথা বলে চলেছিলেন। বললেন কিছুদিন পরে retired করার পর একটা coaching centre খুলব। তা আমি যখন বিকেলবেলা ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম উনি আমাকে বললেন দেখুন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। বিবেকানন্দ এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন কেন ? আমি straight ওনাকে বললাম দেখুন ওনার এরকম ইচ্ছা ছিল না কি যে retired করার পর একটা coaching centre খুলবেন। আপনি যে রকম চাইছেন। এতদিন আপনি নিজের জন্য জীবনটা কাটালেন। এখন retirement করার পর অন্য লোকের জন্য জীবন কাটানোর দরকার আছে। ওঁরা গেলেও কিন্তু জীবনটা আছে। কিন্তু আপনি জীবন থাকতে থাকতে মরে আছেন। আপনি বললেন আমার ছেলে মেয়ে চাকরী করে তবুও আপনি retired এর পরে coaching centre খুলতে চান। এখন ও কিন্তু আপনার টাকার দরকার আছে। আমি বলতে চাই আমাদের জীবনটা যেমন নিজের জন্য দরকার আছে, at the same time অন্যের জন্য ও আবার দরকার আছে। আমাদের দেশকে স্বামীজী যেরকম চাইতেন এরকম এক মহান দেশ বানানোর জন্য আপনাদের contribution -এর দরকার আছে। স্বামীজীর জন্মের ১৫০ বছর উপলক্ষে স্বামীজীকে দেওয়ার জিনিসটাই হল আমাদের জীবনটাকে দেওয়া। আমাদের জীবনটাকে যদি স্বামীজীর উদ্দেশ্যে দিই, দেশের উদ্দেশ্যে দিই, সারা জগতের উদ্দেশ্যে যদি দিই তাহলে হবে সত্যিকারের স্বামীজীকে দেওয়া পুজো। (আমার next গন্তব্যে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।) সবাইকে ধন্যবাদ।

Speech by Amsita Barik, Secretary, Sarada Nari Sanghathan

Speech by Maharaj

Shashwata Bharat Rath

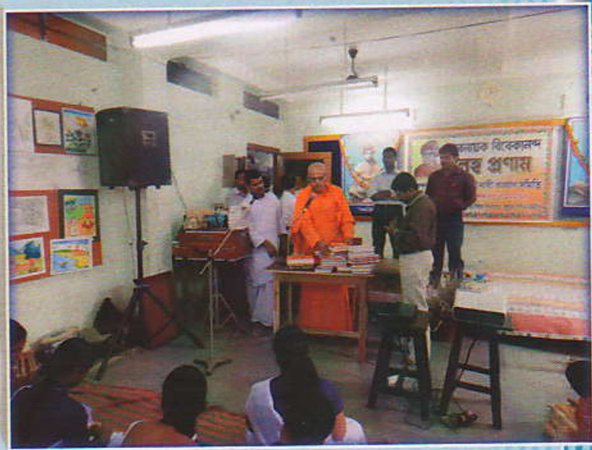

Books on Swamiji donated by Maharaj

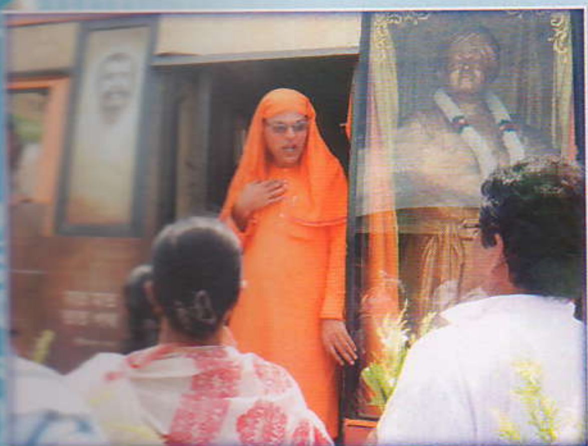

Maharaj and others members.

সার্ধ-শতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ

সভায় উপস্থিত শ্রদ্ধাভাজন — মহারাজ ও সহযাত্রীবৃন্দ, ও অন্যান্য সুধীজন সকলকেই যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। জাতীয় জীবনের এক তমিস্রাঘন সংকটময় সময়ে আলোর দিশা দেখানোর বিশ্ববরেণ্য বীর সন্নাসী বিবেকানন্দের মহতি আবির্ভাব ঘটেছিল। চির তারুন্যের প্রতীক হিসেবে তিনি জাতীয় জীবনের সমস্ত শ্লথতা, গ্লানি, সঙ্কীর্নতা ও পশ্চাৎ পদ তাকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও বানী আমাদের প্রেরণা এবং এগিয়ে চলার পাথেয়।

বর্তমানে একবিংশ শতকের মানবিক অবক্ষয় ও ভোগবাদে ভরা সমাজে যখন ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার চরম সঙ্কীর্নতা আমাদের পীড়িত করে, তখন পরার্থপরতা, মানবতাবাদ, ও সামাজিকতার আস্থা ও আশ্বাসস্থল হয়ে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে যাঁর ভার-ভাষা-ছবি, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই এই মহান মনীষীর সার্ধ-শতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হোক তাঁর প্রদর্শিত পথের যাত্রী হয়ে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভা শেষ করলাম।

কার্ত্তিক চন্দ্র আচার্য্য
সভাপতি
ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

SHASHWATA BHARATA
Ramakrishna Math (Yogodyan)
WB 03 C7274
যুবনায়ক বিবেকানন
লহ প্রণাম
বন্দনায় - ভগবতী দেবী নারী কল্যাণ সমিতি